

অধ্যায়: দুই তীরে  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতাটি সম্পর্কে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে

- \* নদীতীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা
- \* নদীর বালুচরের নানা পশুপাখির বর্ণনা
- \* নদীতীরের বনের সৌন্দর্যের বর্ণনা
- \* নদীর দুই তীরের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয়

কবিতাটি সম্পর্কে অল্প কথায় জেনে নেই:

দুই তীরে কবিতায় নদীর দুই পাড়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। নদীর দুই তীরে দুজন মানুষ বাস করে। একজন নদীর বালুচর, কাশফুল, শরৎকালের পাখি ভালোবাসে। অন্যজন ভালোবাসে বন, ঘনছায়া, বনের ফাঁকের রাস্তা আর নদীর তীরের কর্মব্যস্ত মানুষজন। কিন্তু নদীটি দুপাশের দুজন মানুষকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছে।

কবিতাটির প্রথম ১২ লাইন মুখস্থ করবে:

পঠিত অংশ থেকে নতুন শব্দের অর্থ:

নির্জন=জনশূন্য স্থান

চকাচকি=হাঁসজাতীয় পাখি

তট=নদীর তীর

কাশ=কাশফুল

বিদেশী=ভিন্ন দেশী

ধীরে=আস্তে

ডিঙি=এক ধরনের ছোট নৌকা

\*পড়ানো অংশ থেকে এক বাক্যের উত্তর দাও :

১. দুই তীরে কবিতাটিতে কবি কোন জিনিস ভালোবাসেন?
২. বছরের কোন সময় চকাচকিরা ঘর বাঁধে?

৩. বছরের কোন ঋতুতে বিদেশি হাঁস আসে?
৪. কোথায় কচ্ছপেরা রোদ পোহায়?
৫. কারা সম্বেবেলায় ডিঙি ভেড়ায়?

যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ গঠন ও বাক্য গঠন কর:

র্জ, চ্ছ, দ্র, ঙ্গ

কবিতাটির মূলভাব পড়বে:(আমার বাংলা বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় আছে)